গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০২১.১৬.১১১৫ তারিখ ঃ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ বেসরকারি স্কুল/স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০১৭।

ভর্তির কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেসরকারি স্কুল/স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হলো:

২. **যে সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে :** সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে সাধারণভাবে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

৩. **শিক্ষার্থীর বয়স :** ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬$^{+}$ বছর হতে হবে। ভর্তির বয়সের উর্ধ্বসীমা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। এখন থেকে নির্ধারিত এ বয়সসীমা সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

৩. **শিক্ষাবর্ষ :** শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৪. **ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ :** শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বে কমিটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে পরিচালনা কমিটির সভা আহ্বান করে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবে। তবে একই ক্যাচমেন্ট এলাকার ভর্তি পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত করার সুবিধার্থে ঢাকা মহানগরীর বিদ্যালয়সমূহের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নির্ধারণ করবেন।

৫. **ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা :** প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায় ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ভর্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবে।

৬. **ঢাকা মহানগরীর স্কুলসমূহে ভর্তি:**

(ক) ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি স্কুলসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট আসনসমূহ পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৪০% কোটা প্রযোজ্য হবে না। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় অবস্থিত হলে শিক্ষার্থীরা উভয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

(খ) ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় প্রত্যেক স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া (স্কুল সেবা অঞ্চল) নির্ধারণ করবেন। ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ নিয়ে একাধিক স্কুলের মধ্যে মতদ্বৈত বা জটিলতা দেখা দিলে থানা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিষয়টি সমাধান করবেন। তবে ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ সঠিকভাবে করতে হবে এবং কোন এলাকা বাদ না পড়ে সেই দিকে সতর্ক থাকতে হবে। থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারের আদেশে সন্তুষ্ট না হলে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে আবেদন করা যাবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের আদেশ চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে ক্যাচমেন্ট এলাকা জরিপ করে সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করবেন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সমাপনী বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল

শিক্ষার্থীর তথ্যের জন্য জরিপ ছাড়াও ক্যাচমেন্ট এরিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে 'প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট' পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করবেন। স্কুলের ভর্তির বিজ্ঞপ্তির তারিখে শিক্ষার্থী যে এলাকায় বসবাস করবে সেই এলাকায়ই তার ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. **ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি :**

(ক) ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। লটারিতে ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) ২য়-৮ম শ্রেণির শূন্য আসনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রস্তুতকৃত মেধাক্রম অনুসারে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে।

(গ) ভর্তি পরীক্ষার সময় ও মান বন্টন :

১) ২য়-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান-৫০; তন্মধ্যে বাংলা-১৫, ইংরেজি-১৫ ও গণিতে-২০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ০১ (এক) ঘন্টা।

২) ৪র্থ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান-১০০; তন্মধ্যে বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিতে-৪০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ০২ (দুই) ঘন্টা।

(ঘ) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসন সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া ভর্তি কমিটি জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবে।

৮. **ভর্তির আবেদন ফরম :**

(ক) ভর্তির আবেদন ফরম বিদ্যালয় অফিস এবং বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (যদি থাকে) থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে।

(খ) ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে। তবে আবেদন ফরম বিতরণের জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) কার্যদিবস সময় দিতে হবে।

(গ) আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঠা দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।

(ঘ) আবেদন ফরম জমা দেয়ার সময় ফরমের নিচের অংশ রোল নম্বর দিয়ে প্রবেশপত্র হিসেবে শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে এবং উপরের অংশ কমপক্ষে এক বছর বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঙ) ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইট তৈরী করবে এবং Online-এ শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদন গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করবে।

৯. **শূন্য আসন নিরূপণ :** বার্ষিক পরীক্ষার পরপরই প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক ভর্তি কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবেন।

১০. **ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি :**

ক) ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিও বর্হিভূত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ২০০/- (দুইশত) টাকা গ্রহণ করা যাবে।

খ) সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্ব সাকুল্যে মফস্বল এলাকায় ৫০০/- (পাঁচশত)/পৌর(উপজেলা) এলাকায় ১০০০/- (এক হাজার)/পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২০০০/- (দুই হাজার)/ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না।

(গ) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি সহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না। একই প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক ক্লাস থেকে পরবর্তী ক্লাশে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতি বছর সেশন চার্জ নেয়া যাবে। তবে পুন:ভর্তির ফি নেয়া যাবে না।

(ঘ) দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদুর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) ২০১৫ সালের নতুন বেতন স্কেল প্রবর্তিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বেসরকারি এম.পি.ওভুক্ত, আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত এবং এম.পি.ও বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-কারিগরি) বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত ০৭/০৮/২০১৬ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৯০.১২(অংশ-২).১৫৭ স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১১. ভর্তির ফরম এবং ভর্তির ফি বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না, করলে সরকার এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২. আবেদন ফরম জমাদানের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিদ্যালয় কর্তৃক শ্রেণি ভিত্তিক বিক্রয় ও জমাকৃত আবেদন ফরমের সংখ্যা নির্ধারিত ছকে কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৩. **প্রশ্নপত্র প্রণয়ন :** ভর্তি কমিটি যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রশ্নপত্র অবশ্যই মানসম্মত ও শ্রেণি উপযোগী হতে হবে। যে শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তার পূর্ববর্তী শ্রেণির এনসিটিবি'র পাঠ্য বই থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

১৪. **পরীক্ষা গ্রহণ :** পরীক্ষার হলে সুষ্ঠু আসন বিন্যাস ও পর্যাপ্ত আলোবাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে কমিটি/প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজট নিরসনসহ আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়তা নিতে পারবেন। পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সরেজমিনে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করবে। যথাসম্ভব সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে একই দিনে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. (ক) মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির জন্য শূন্য আসনের ৫% কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

(খ) প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে শূন্য আসনের ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার প্রমাণ স্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

(গ) শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে আগামী ২০১৬ সাল হতে সারাদেশে লিল্লাহ বোর্ডিং এ অবস্থানরত সকল শিশুকে নিকটস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ভর্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শূন্য আসনের ১% কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

১৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) কর্মকর্তা কর্মচারীগণের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে শূন্য আসনের ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। এ কোটা শুধুমাত্র কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য হবে। পোষ্য বা নির্ভরশীলদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে এক্ষেত্রে আবেদন জমা দেয়ার পূর্বে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক অনুবিভাগ থেকে প্রত্যয়ন নিতে হবে।

১৭. কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে তবে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তবে এই সুবিধা কোন দম্পতির সর্বোচ্চ ০২ (দুই) সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৮. সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারীদের এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সন্তানদের (যদি থাকে) তাদের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ থাকবে। তবে পোষ্য বা আত্মীয়-স্বজন বা ম্যানেজিং কমিটির জন্য কোন কোটা সংরক্ষিত থাকবে না।

১৯. শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করবে।

২০. *সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর আন্ত:জেলা বদলির কারণে বদলীকৃত কর্মস্থলের মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষার উপপরিচালক অথবা যে জেলায় উপপরিচালক নেই সেখানে জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রত্যয়নক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির সুযোগ থাকবে। তবে ক্যাচমেন্ট এরিয়া বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীর দক্ষতা/মেধা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিদ্যালয় নির্বাচন করে শিক্ষার্থীর ভর্তির প্রত্যয়ন পত্র দিবেন;*

২১. *ভর্তির নীতিমালা ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন অবস্থায় শুন্য আসনের বাহিরে ভর্তি করা যাবে না। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পুর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;*

২২. **ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ :** প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রেখে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে; কোন ব্যত্যয় হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

২৩. **ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি :** বেসরকারি স্কুল/স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হলোঃ

ক) ঢাকা মহানগরী ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:

১.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	আহ্বায়ক
২.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৩.	পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৭.	জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	সদস্য

খ) জেলা পর্যায়ে ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:

১.	জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	আহ্বায়ক
২.	জেলা শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা সদর)	সদস্য
৪.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা সদর)	সদস্য

গ) উপজেলা পর্যায়ে ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	আহ্বায়ক
২.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য

২৪। এ নির্দেশনার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে।

** ন্যূনতম যোগ্যতা বলতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় পাশ নম্বর থাকতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৩.১২.২০১৭
(মো. সোহরাব হোসাইন)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০২১.১৬.১১১৫ তারিখ ঃ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ/উন্নয়ন/মাধ্যমিক-১/২/কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .... ।
৪. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিরপুর, ঢাকা।
৬. যুগ্ম-সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক/সরকারি মাধ্যমিক/অডিট/আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৯. যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কোষ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
১১. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
১২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪. জেলা প্রশাসক (সকল) .... ।
১৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) .... ।
১৭. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল) .... ।
১৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২০. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .... ।
২১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) .... ।
২২. অধ্যক্ষ .... ।
২৩. প্রধান শিক্ষক .... ।

(অসীম কুমার কর্মকার)
সহকারী সচিব
ফানঃ ৯৫৫০৩৪১
ই-মেইলঃ ds_sec2@moedu.gov.bd

F:\E\Sec_11\A.O\Md. Abu Alom Khan\Nitimala.doc